[২৫/১০/২০০৯ তারিখে ছট পুজোর রাতে, শিলিগুড়ির রেলওয়ে এলাকার কলোনিতে প্রদীপের আগুনে আগুন লেগে ঘরের ভেতর পুড়ে দুই শিশু ভাই বোন অভিষেক ও কাজলের মৃত্যু হয়।]

তোমায় দিলাম খোলা চিঠি

আমি জন্মাবার পরেই তুমি পেলে প্রনাম।
জন্ম নিল মায়ের মনে তোমার আরও শত নাম,
বুদ্ধির জন্মের পরেই তোমাকে বিশ্বাস শেখান হল আমায়।

চারিধারে শুধু তুমি, তোমায় ছুঁতে পাবার কাল্পনিক উপস্থীতি।
বর্নে, শব্দে, গন্ধে, পরশের কল্পনায় শুধু তুমি আর ভীতি,
তোমার কাল্পনিক নিত্য আনাগোনা আমার বিশ্বাসে।

তোমার জন্ম নেই তাই নেই মৃত্যুও, তুমি অমর স্বর্গধামে।
মরনশীল আমি সংগমে জন্মাই ও মরি মর্তে তোমারই নামে,
তাই বুঝে না বুঝে তোমায় বিশ্বাস আসলে আমার আজ অভ্যাস।

তোমারই নামেতে জ্বলে এই ঘেমো ঘরে লাল নীল আলো।
নতুন জামা গায়ে উৎসবের কটি দিন কাটে তবু ভাল,
চোখের জলে মেলে তবু কিছু ফিলিমের খাওয়া দাওয়া।

সুরজভাইয়া বোন কাজল ঘুমিয়ে ছিলাম উৎসবের রাতে।
দীপ জ্বেলে হাতে সারা রাত ভোর মা-বাবা নদীর ঘাটে,
আমাদেরই মঙ্গল কামনায় নৈবেদ্য সাজিয়ে কুলায়।

যে বাতিতে ঝলসে গেলো স্বপ্ন তা তোমারই কারনে জ্বালা।
তুমি ছিলে জেগে সেই ভরসায় তিন ঘুমন্ত ছেলেবেলা,
কে বাঁচাবে কারে আর্ত চিৎকারে বোন জড়িয়ে ধরে।

সাঙ্গ হলে পুজা শুধু হাহাকার আর কালো ধোঁয়া।
কিবা কোথা আছে পোড়া ঘরে গেছে স্বপ্নগুলো খোয়া,
রীনা দিদির হবু শ্বশুর বাড়ির দুরত্ব গেলো বেড়ে।

সুবিধেবাদি কাপুরুষ তোমারবাদিরা বলে এ তোমারই লীলা।
আমাদের কোন পাপ ধুয়ে দিতে নাকি তুমিই খেলছ খেলা,
ইস উমরমে হাম দোনো কোনসা গুনাহ কিয়া বোল কাজল।

[২]

ভোটের বাক্সে না পরে টান, কার আগে প্রাণ কে করিবে দান।
দগ্ধ বোনকে জড়িয়ে মগেই শুয়ে হাসে নিরবে এ পোড়া প্রান,
বনলতা সেনও তাদের শুধায়, এতদিন কোথায় ছিলেন ?

স্বার্থ লোলুপ জগতে তাই তুমি কি কেবলই কল্পনা ?
তুমি জন্মদাতা, নাকি আমিই তোমার বিধাতা, অজানা–
তাই, বলে দাও আমায় কেন বিশ্বাস করব তোমায় !!!

ঘাত প্রতিঘাতে মনের কোনে প্রশ্নেরা আসে যায়।
বারংবারের প্রশ্নগুলোর উত্তর কি পাব হায়,
বৃথা আশায় তবু প্রশ্নের করি অভিষেক।

আমি–
নিষ্পাপ দগ্ধ বালক আমার মায়ের, অভিষেক !

# # # # # #

উত্তরায়ণ দেব
২৬শে অক্টোবর, ২০০৯/রায়গঞ্জ